যুগান্তর

তারিখ ..23 JAN 2014...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম...১.....

মেডিকেল কলেজের অনুমোদন

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের চাপ! হাসপাতালের পাশাপাশি অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি— এসব বিষয়ে আলাদা ও পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষাগার এবং নিজস্ব গ্রন্থাগারসহ সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে বেশকিছু বৈশিষ্ট্য থাকা বাধ্যতামূলক হলেও সর্বশেষ অনুমোদনপ্রাপ্ত ১২টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ উল্লিখিত অনেক শর্তই যথাযথভাবে পূরণ করতে পারেনি। সব শর্ত যথাযথভাবে পূরণ না করেই এসব মেডিকেল কলেজ অনুমোদন পেয়েছিল, এটা বিস্ময়কর ও উদ্বেগজনক। বুধবার যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উল্লিখিত মেডিকেল কলেজগুলোর অনুমোদন স্থগিত করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগকে দেশবাসী স্বাগত জানাবে। একইসঙ্গে তারা আশা করবে, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ছাড়া নতুন কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন পাবে না।

বস্তুত কোনো রকমে একটি বোর্ডের অনুমোদন নিতে পারলেই কোটি টাকার বাণিজ্যের পথ তৈরি হয়। দলীয় প্রভাব খাটিয়ে যারা এ ধরনের বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত, তাদের ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে। দেশে চিকিৎসক সংকটের বিষয়টি অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু তাই বলে যথাযথ যাচাই-বাছাই ছাড়া মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দিলে এর ফল হবে ভয়াবহ। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ও তত্ত্বাবধানের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হলে শিক্ষার্থীরা সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসক হলেও তাদের কাছ থেকে দেশবাসীর প্রকৃত সেবা পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। শুধু তা-ই নয়, এ ধরনের সনদ-সর্বস্ব চিকিৎসকের হাতে রোগীর জীবন কোনোভাবেই নিরাপদ নয়।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে তড়িঘড়ি অনুমোদন নেয়া বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রপতির নামেও একটি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়, রাষ্ট্রপতির নাম ভাঙিয়ে একটি মহল বাণিজ্য করতে চেয়েছিল। এ ধরনের সমঝোতার ব্যাপারে সতর্ক না থাকলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থাকে। বিগত মহাজোট সরকারের শেষ মুহূর্তে কী করে এতগুলো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন পেল— এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া জরুরি। যেসব শর্তের অধীনে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন দেয়া হয়, প্রতিষ্ঠানগুলো তা মানছে কি-না, এ বিষয়ে কঠোর মনিটরিং থাকা দরকার। কেবল অর্থের লোভেই কোনো শিক্ষার্থী যাতে এসব কলেজে ভর্তি হতে না পারে, এ বিষয়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। ভর্তি এবং অন্যান্য পরীক্ষায় মেধা যাচাইয়ে যাতে কোনো প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির আশ্রয় না নেয়— এ বিষয়েও কর্তৃপক্ষকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যেভাবে উচ্চহারে ফি আদায় করা হয়, অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষেও এত বিপুল অর্থের জোগান দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সরকার এদিকে নজর দিলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের দ্বার নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্যও উন্মুক্ত হবে। সরকারি মেডিকেল কলেজের আসনসংখ্যা বাড়ালে স্বাভাবিকভাবেই বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর চাপ কমবে। যেসব উদ্যোক্তা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হবেন, তারা যাতে সেবা প্রদানের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন, এ ব্যাপারে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।